৩.) "সমাজ হচ্ছে সামাজিক সম্পর্কের জটাজাল" — ম্যাকআইভার ও পেজকে অনুসরণ করে সমাজের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর।

⇒ মানুষ সমাজবদ্ধ জীব বলে পরিচিত, গ্রীক-দার্শনিকের কথা মতে মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজের বাইরে মানুষের জীবনকে কল্পনা করা যায় না। মানুষ তার প্রয়োজন তাগিদে সমাজকে নানা ভাবে গড়েছে, ভেঙেছে আবার পুনঃগঠন করেছে। তাই ও মানুষের সমাজ এক অনস্বীকার্য আবেষ্টনী; — সমাজের কখনো উন্নতি ঘটেছে, কখনো অবনতি ঘটেছে, কখনো রূপান্তর হয়েছে আবার কখনো বিনাশী হয়েছে। তাই পরিবর্তন যাই হোক না কেন, মানুষের বৃদ্ধি সর্বকালের জন্য সমাজের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

তবে এই সমাজ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মতো কোন বস্তুগত মূর্ত বিষয় নয়। সমাজ হল বিমূর্ত সামাজিক সম্পর্ক। ম্যাকআইভার ও পেজ তাই সমাজের সংজ্ঞায় বলেছেন, "সমাজ হল সামাজিক সম্পর্কের জটাজাল, যা নিয়ত পরিবর্তনশীল।" — একই ভাবে গিন্সবার্গ সমাজের সংজ্ঞায় বলেছেন, "সামগ্রিক ভাবে, সমাজ হল সম্পর্কের এক মিলিত রূপ বা জাল, যে সম্পর্কের দ্বারা প্রত্যেকে তার সঙ্গীর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক যুক্ত থাকে। যেমন পরিবার বলতে কোন এই ব্যক্তি বিশেষ বা গোষ্ঠীকে বোঝানো হয় না, বোঝানো হয় বিশেষ পারিবারিক সম্পর্ককে — পিতা মাতা সন্ততিদের মধ্যেকার পারিবারিক সম্পর্ককে, তাদের মধ্যে পারস্পরিক আদান-প্রদান ইত্যাদি সম্পর্ককে। সমাজ এই রকম নানাবিধ সম্পর্কের এক জটিল

আলোচ্যাংশ।

সামাজিক সম্পর্ক প্রসঙ্গে ম্যাকাইভার, সামাজিক সম্পর্কের দুটি মুখ্য বৈশিষ্ট্য তুলে, "একের উপস্থিতি সম্পর্কে অপরের চেতনা এবং" "কোন সাধারণ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের ধারণা," দুই জন ব্যক্তি স্বতন্ত্র হয়ে ~~[illegible]~~ একই সময়ে একটি বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং একই দোকানের প্রতি মনোযোগী হলেও তাদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় না। যখন তাদের একজন অন্যজনের উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হয় এবং একজন অন্যজনকে অভিনন্দন জানায়, কেবল তখনই সামাজিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এজন্যই জিন্সবার্গ বলেন যে, 'সামাজিক সম্পর্ক বা সমাজ মূলতঃ হবে এক মানসিক ব্যাপার।'

সামাজিক সম্পর্ক বহু ও বিভিন্ন প্রকারের এবং সমাজ যত জটিল তার সম্পর্কের জটিলতা তত বৃদ্ধি পায়। যেমন আমার সঙ্গে ছোটভাইয়ের, পিতা-মাতার সঙ্গে সন্তানের, মালিকের সঙ্গে শ্রমিকের, বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর সম্পর্ক সামাজিক সম্পর্ক। সামাজিক সম্পর্ককে আবার বিভিন্ন প্রকারের শ্রেণীভুক্ত করা হয়, যেমন— পারিবারিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ব্যক্তিগত, বন্ধুত্বমূলক, বিদ্বেষমূলক ইত্যাদি। স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা, ভাই-বোনের সম্পর্ক, পারিবারিক সামাজিক সম্পর্ক; ভোটপ্রার্থী ও ভোটদাতার সম্পর্ক সামাজিক সম্পর্ক, বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর ব্যক্তিগত সামাজিক সম্পর্ক।

— এ সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিই পারস্পরিক সম্পর্ক সম্পর্কে চেতনা এবং ঐক্যবোধে আবদ্ধ হয় এ সব সামাজিক সম্পর্ক।

যেখানে ঐক্যবোধ ভিত্তিক গোষ্ঠীজীবন সেখানেই সমাজ। সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কেবল সহযোগিতাই নিহিত না ঐক্যই থাকে না, জটিল ও অনৈক্যকে, বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা যেমন সামাজিক সম্পর্ক, শত্রুতা ও বিরোধিতা ও তেমনি সামাজিক সম্পর্ক। কেবল দ্বন্দ্ব ও বিরোধিতা যেমন সমাজ জীবনকে দুর্বল করে, কেবল সহযোগিতা ও সহমর্মিতা ও সম্পর্ক ও বন্ধন সমাজের অগ্রগতি ও পরিবর্তনের পথ রুদ্ধ করে। তবে বিরোধিতার সম্পর্ক সামাজিক সম্পর্ক হলে ও সহযোগিতা ও সহমর্মিতার সম্পর্ক হল মূল সামাজিক সম্পর্ক। সমাজের মূল ভিত্তি নিহিত আছে সহানুভূতি ও ঐক্যবোধে। ম্যাকআইভার ও পেজ এজন্য সহযোগিতা ও সহমর্মিতার সম্পর্ককে মুখ্য সামাজিক সম্পর্ক ও বিরোধিতার সম্পর্ককে গৌণ সামাজিক সম্পর্ক বলেছেন। এক কথায় নানা প্রকার সম্পর্কের যোগাযোগই হল সমাজ।

— ০ —

[illegible]